মেহেরপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম দ্বিগুণ, কেজিতে বেড়েছে ১শ টাকা

মেহেরপুরে এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম কেজিপ্রতি বেড়েছে ১০০ টাকা। গত সপ্তাহে প্রতি কেজি মরিচের দাম ছিল ৯০ টাকা, যা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায়।

তবে দাম বাড়লেও কৃষকদের মনে দেখা দিয়েছে দুশ্চিন্তা। শুরু হয়েছে বৃষ্টি; জমিতে পানি জমে থাকা কিংবা বৃষ্টির পর হঠাৎ রোদ উঠলে মরিচগাছ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। ব্যবসায়ীদের মতে, বাজারে মরিচের সরবরাহ কম থাকায় দাম বেড়েছে। বৃষ্টির কারণে চাষিরা ঠিকমতো মরিচ তুলতে পারছেন না।

বুধবার সকালে সরেজমিনে গাংনী উপজেলার দেবীপুর বাজার ঘুরে দেখা গেছে, মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মরিচের দাম কেজিপ্রতি ১০০ টাকা বেড়েছে।

গাংনী উপজেলার একাধিক মরিচ চাষির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্তমানে অন্যান্য ফসলের তুলনায় মরিচ চাষে বেশি লাভ হচ্ছে। আজ প্রতি কেজি মরিচ ১৮০ থেকে ১৯০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। তবে বৃষ্টির পর রোদ উঠলে উপজেলার অধিকাংশ মরিচগাছ মারা যাওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা।

কৃষকদের ভাষ্য, প্রতি বিঘা জমিতে মরিচ চাষে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং ফলন ভালো হলে ভালো লাভ পাওয়া যায়। এখানকার উৎপাদিত মরিচ স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়।

মরিচ চাষি রকিবুল ইসলাম বলেন, “এখানকার কৃষকেরা পতিত ও আবাদি জমিতে মরিচ চাষ করেন। লাভজনক হওয়ায় দিন দিন চাষিদের আগ্রহ বাড়ছে। আজ মরিচ ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। গত সপ্তাহে দাম ছিল ৯০ থেকে ১০০ টাকা। আমিও মরিচ নিয়ে এসেছি, এখনও বিক্রি করিনি। ১৯০ টাকা দাম পেলে বিক্রি করে দেব।”

গাড়াবাড়িয়া এলাকার মরিচ চাষি আলমগীর হোসেন বলেন, “মরিচের বস্তা

দেখলেই ব্যবসায়ীরা কিনতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আজ মরিচ ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। আমদানি কম থাকায় দাম বেড়েছে, এতে চাষিরা লাভবান হবেন।”

মরিচ চাষি ইমরান হোসেন বলেন, “প্রতি বছরের মতো এবারও মরিচ চাষ করেছি। আশা করছি আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে কম সময়েই ভালো লাভ হবে। তবে বৃষ্টির কারণে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টি ও হালকা বাতাসে গাছের গোড়া নরম হয়ে যায়। পরে রোদ উঠলে গাছ মারা যায়, এতে অনেক চাষিকে লোকসান গুনতে হয়।”

মরিচ ব্যবসায়ী মো. ইনজাল হোসেন বলেন, “আজ মরিচের কেজি ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা, অথচ গত সপ্তাহে ছিল ৮০ থেকে ৯০ টাকা। মরিচের দাম ওঠানামা করা বোঝা কঠিন। বৃষ্টির কারণে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে। এভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে দাম আরও বাড়তে পারে।”

দেবীপুর বাজারের ইজারাদার মো. মিন্টু মিয়া বলেন, “কোনো দিন ৫ হাজার, কোনো দিন ৪০ হাজার, আবার কোনো দিন ৩ হাজার কেজি মরিচ বাজারে আসে। আজ প্রায় ৩ হাজার কেজি মরিচ আমদানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হওয়ায় আমদানি কমেছে।”

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১ হাজার ৮৩৫ হেক্টর জমিতে মরিচের চাষ হয়েছে। গত বছর এ পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৮২৫ হেক্টর। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এবার মরিচের আবাদ কিছুটা বেড়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মতিয়ার রহমান বলেন, “অনুকূল আবহাওয়া ও ভালো দাম অব্যাহত থাকলে চাষিরা লাভবান হবেন। বর্তমানে মরিচের বাজারদর ভালো রয়েছে। তবে ভারী মৌসুমি বৃষ্টির সতর্কতা থাকায় ক্ষতি এড়াতে জমিতে নালা করে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।”

গাংনীতে চুরির হিড়িক: ভ্যান হারিয়ে বিপাকে সাত সদস্যের দরিদ্র পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে চুরির ঘটনা যেন থামছেই না। আবারও গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের হানা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই গ্রামে। গত রাতে আনুমানিক রাত ২:০০টার দিকে গ্রামটির দরিদ্র ভ্যান চালক রকিবুলের বাড়ি থেকে একটি পাখি ভ্যান চুরি হয়ে গেছে। ভুক্তভোগী রকিবুল ইসলাম ওই গ্রামের লালচাঁদ (লালু)-এর ছেলে। চুরি হওয়া ভ্যানটির আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো ভ্যানটি বাড়িতে রেখে ঘুমাতে যান চালক রকিবুল। এরপর রাত প্রায় ৩:০০টার দিকে তার বাবা ঘুম থেকে উঠে দেখেন বাড়ির উঠানে রাখা ভ্যানটি নেই। পরে বুঝতে পারেন, চোরচক্র প্রাচীর টপকে ভেতরে প্রবেশ করে অত্যন্ত সুকৌশলে ভ্যানটি চুরি করে নিয়ে গেছে। রাতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও গাড়িটির কোনো সন্ধান মেলেনি।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী রকিবুল ইসলাম আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, “আমাদের পরিবারে মোট সাতজন সদস্য রয়েছে। যার মধ্যে আমার একটি প্রতিবন্ধী নাতি রয়েছে, যার নিয়মিত চিকিৎসার খরচ চালাতে হয়। এই প্রতিবন্ধী নাতির চিকিৎসাসহ পরিবারের এতগুলো মানুষের খাদ্যের ভার ছিল আমার ওপর। একমাত্র আয়ের উৎস এই ভ্যানটি চালিয়েই আমি সংসারের আহার জোগাড় করতাম। এটি হারিয়ে যাওয়ায় এখন আমার পক্ষে সংসার চালানো সম্পূর্ণ দুষ্কর হয়ে পড়েছে। আমি প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি, তারা যেন দ্রুত আমার এই ভ্যানটি উদ্ধার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।”

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামে ইদানীং চুরির ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি করেছে। বারবার এমন চুরির ঘটনায় অসহায় পরিবারগুলো সর্বস্বান্ত হচ্ছে। স্থানীয়রা দ্রুত চোরচক্রকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে খোয়া যাওয়া পাখি ভ্যান বা এর কোনো সন্ধান পেলে ভুক্তভোগী পরিবার অথবা নিকটস্থ থানায় যোগাযোগের অনুরোধ

জানানো হয়েছে। চুরি রোধে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকর ও জোরালো পদক্ষেপ কামনা করছেন এলাকাবাসী।

টানা বৃষ্টিতে ভেঙে চৌচির রাস্তা, ঝুঁকি নিয়ে চলছে যাতায়াত

মেহেরপুরের গাংনীতে টানা বৃষ্টিতে কাজীপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর টু বেতবাড়ীয়া রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় যানবাহন নিয়ে চরম ঝুঁকিতে চলাচল করছেন এলাকাবাসী।

কয়েক দিনের টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তাটির বিভিন্ন অংশ ভেঙে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তবে দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করে চলাচলের উপযোগী করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী।

স্থানীয়রা জানান, টানা বৃষ্টির ফলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর থেকে বেতবাড়ীয়াগামী রাস্তাটি ভেঙে চলাচলের একেবারেই অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দ্রুত মেরামত করা না হলে পুরো রাস্তা ধসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বর্তমানে ভারী যানবাহন তো দূরের কথা, মোটরসাইকেল নিয়েও যাতায়াত করা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভবানীপুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ আহমেদ বলেন, “টানা বৃষ্টিতে রাস্তাটি একেবারেই ভেঙে গেছে। সাধারণ মানুষ ঠিকমতো চলাচল করতে পারছে না। যেকোনো মুহূর্তে রাস্তাটি পুরোপুরি ভেঙে দুই ভাগ হয়ে যেতে পারে। যতটুকু চলাচল করা হচ্ছে, তা চরম আতঙ্ক নিয়েই করতে হচ্ছে। যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তাই দ্রুত রাস্তাটি মেরামত করে চলাچলের উপযোগী করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবি জানাচ্ছি।”

অটোচালক আনছার আলী বলেন, “ভাঙা রাস্তায় চরম ভয় ও আতঙ্ক নিয়ে চলাচল করতে হয়। বিশেষ করে রাতে দুর্ঘটনার ভয় বেশি থাকে। দিনের

বেলায় দেখেশুনে চলা গেলেও রাতের বেলা আলোর স্বল্পতার কারণে অনেক সময় তা স্পষ্ট দেখা যায় না, ফলে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়। ভবানীপুরের ভেতরের এই ভাঙা অংশটুকু চলাচলের একেবারে অনুপযোগী। কর্তৃপক্ষ দ্রুত মেরামত না করলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই দ্রুত কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।”

ট্রাকচালক সাব্বির হোসেন বলেন, “ভাঙা রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে প্রায়ই বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তাটির বড় অংশ ভেঙে গেছে। আর কিছুদিন বৃষ্টি হলে এটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এখন কোনো রকমে যাতায়াত করা গেলেও রাতের বেলা আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। বর্তমান অবস্থায় দ্রুত মেরামত না করা হলে এই রাস্তা দিয়ে কোনো ভারী যানবাহন চলাচল করতে পারবে না।”

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, “ভবানীপুর টু বেতবাড়ীয়া রাস্তার একটি অংশে ভাঙন ধরার বিষয়টি আমরা জেনেছি। জনগণের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত মেরামতের কাজ শুরু করা হবে। সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ধন্যবাদ, যাদের সংবাদের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি দ্রুত জানতে পেরেছি।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, “সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে কথা বলে অতি দ্রুত রাস্তাটি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

গাংনীতে গ্রীন ভিউ কসবা’র উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

“একটি গাছ, একটি প্রাণ, একটি ভবিষ্যৎ” স্লোগানকে সামনে রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রীন ভিউ কসবার উদ্যোগে এবং কসবা রক্তদান ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মো. নাসির উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, গ্রীন ভিউ কসবায়ের সমন্বয়কারী ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. আলী হায়দার, ধানখোলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রোমানুল হক, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিনিধি এসআই জহুরুল ইসলাম, কসবা গ্রামের সন্তান মুফতি হাফিজুর রহমান এবং বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আজিজুল হক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক বায়েজিদ বোস্তামী, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক শফিকুল আলম, সহকারী শিক্ষক মনিরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক আলী হাসান, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জালাল উদ্দিন, কসবা গ্রামের কৃতি সন্তান ডা. সালাউদ্দিন, কসবা রক্তদান ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি মাজেদুল ইসলাম, আকরামুল হক, জসীম উদ্দিন, রাজু আহমেদ, শফিকুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রীন ভিউ কসবা ও কসবা রক্তদান ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সবুজায়ন বৃদ্ধিতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তারা সমাজের প্রতিটি মানুষকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানো এবং গাছের পরিচর্যায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আয়োজকরা জানান, প্রায় ৪০০টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেছনের সড়ক থেকে জালশুকা গ্রাম পর্যন্ত রোপণ করা হবে। এসব গাছের নিয়মিত পরিচর্যা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে কসবা রক্তদান ফাউন্ডেশন।

আলোচনা সভা শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গাছ রোপণের মাধ্যমে

কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

গাংনীতে সরকারি দপ্তরে ঘুষ-দুর্নীতির প্রতিবাদে বিএনপির বিক্ষোভ ও সমাবেশ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম ও জনহয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

বিশেষ করে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে চলমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন দলটির নেতারা।

আজ রবিবার (১৯ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে উপজেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা এসব দপ্তরে ঘুষ বাণিজ্য বন্ধের দাবি জানান।

সমাবেশে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়ালের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার মাহফুজুর রহমান রানার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সাধারণ মানুষ সেবা নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বক্তারা অনতিবিলম্বে এসব অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, “বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি সেবা পেতে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। অবিলম্বে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ না করলে এবং জনহয়রানি নিরসন না হলে বিএনপি জনগণের স্বার্থে বৃহত্তর ও ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবে।”

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব ও গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে এতিমখানায় শিক্ষার্থীর রহস্যজনক মৃত্যু !

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার একটি এতিমখানা ও মাদ্রাসার আবাসিক শিক্ষার্থী হাসাইন (৯)-এর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

আজ রবিবার সকালে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।

নিহত হাসাইন গাংনী উপজেলার আজান গ্রামের বিপ্লব হোসেনের ছেলে। সে গাংনী এতিমখানা ও মাদ্রাসার আবাসিক শিক্ষার্থী ছিল।

এতিমখানার সহকারী শিক্ষক তাওহিদুল ইসলাম দাবি করেন, সকালে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা ফুলবাগানে কাজ করছিল। এ সময় হাসাইন কক্ষে ছিল। পরে তার নাক দিয়ে রক্ত বের হতে দেখে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।

তবে এতিমখানার একাধিক শিক্ষার্থীর দাবি, হাসাইনকে তারা কক্ষের

ভেতরে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে তাকে সেখান থেকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মাহাবুব নয়ন বলেন, “শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। তার নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে মনে হয়েছে, তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হতে পারে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মুর্শেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু হয়েছে।’

ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গাংনীর এক নারী আসামি কাশিমপুর কারাগার থেকে পালানোয় ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী বরখাস্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের নারী আসামি রিম্পা (২১) গাজীপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে সাতজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

শনিবার (১৮ জুলাই) সকালে সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (এআইজি) মো. জান্নাতুল ফরহাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তদন্ত প্রতিবেদনে দায়িত্বে অবহেলার প্রমাণ পাওয়ায় সাতজন কর্মকর্তা- কর্মচারীর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হলেন মেট্রন লায়লা আনজুমান সুমি, মেট্রন মেরিনা, মেট্রন রেহেনা এবং মহিলা কারারক্ষী শায়লা, শারমিন, জেমি ও আসমা।

জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) রাত ৮টার দিকে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল টপকে রিম্পা পালিয়ে যান। ঘটনার পরপরই কারা কর্তৃপক্ষ কারাগারজুড়ে তল্লাশি চালালেও তার কোনো সন্ধান মেলেনি। পরে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন।

এ ঘটনায় শুক্রবার বিকেলে কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে গাজীপুরের কোনাবাড়ী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইফতেখার হোসেন।

রিম্পা মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ঢাকার ধানমন্ডি থানার ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন। পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে ফুটবল বিতরণ করলেন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মনি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের যুব ও ছাত্রসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলায় আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ফুটবল বিতরণ করেছেন ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি।
আজ শুক্রবার বিকেলে ইউনিয়নের জুগিরগোপা গ্রামে ছাত্র ও যুবকদের হাতে ফুটবল তুলে দেন তিনি। এর আগে একইভাবে ষোলটাকা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে খেলাধুলার প্রসারে তিনি ফুটবল বিতরণ করেন।

এ সময় সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি বলেন, যুবসমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। খেলাধুলা মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখে; শৃঙ্খলাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই তরুণদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করতেই আমি এই ফুটবল বিতরণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি।
তিনি আরও বলেন, একটি সুস্থ, মাদকমুক্ত ও সুন্দর সমাজ গড়তে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। তরুণদের মাঠমুখী করতে পারলে তারা অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকবে এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।
আসন্ন ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি পুনরায় চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে ইউনিয়নবাসীর দোয়া, ভালোবাসা ও সমর্থন কামনা করেন।
তিনি বলেন, অতীতের মতো ভবিষ্যতেও ষোলটাকা ইউনিয়নের রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সার্বিক উন্নয়ন এবং জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই। জনগণের আস্থা ও সমর্থন পেলে ইউনিয়নের উন্নয়নে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করব।
ফুটবল বিতরণ কর্মসূচিতে বিএনপি নেতাকর্মী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, ক্রীড়াপ্রেমী, ছাত্র-যুবকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত যুবকদের মধ্যে এই উদ্যোগকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

গাংনীতে বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে শিশুসহ আহত ২০, জনমনে আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনীতে বেওয়ারিশ কুকুরের কামড়ে নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর পশ্চিমপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। কুকুরের এই আকস্মিক তাণ্ডবে পুরো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী একটি কুকুর মেরে ফেলেছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন মো: জিনারুল ইসলাম, ফাতেমা খাতুন, আবেদা খাতুন, রশিদুল ইসলাম, রেকছনা খাতুন, আসলাম হক, আকলিমা খাতুন, নবির হোসেন, জিহাদ আলী, আরিফুল ইসলাম, সাকিবুল হোসেন, জাকির হোসেন, রাফসান আলী, ফাতেমা বেগম ও হামিদা খাতুনসহ আরও অনেকে।

স্থানীয়রা জানান, গত জুন মাসে পৌর শহরে ১৭ জন কুকুরের কামড়ে আহত হওয়ার পর বর্তমানে বেওয়ারিশ কুকুরের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। রামনগরের ভুক্তভোগীরা জানান, ৪-৫টি কুকুর দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন পাড়ায় দৌড়াদৌড়ি শুরু করে এবং পথচারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমনকি কুকুরগুলো গৃহপালিত ছাগলকেও কামড়িয়ে আহত করেছে।

আহত মো: জিনারুল ইসলাম বলেন, হাসপাতালে ভোগান্তির আশঙ্কায় অনেকেই প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন। সেখানে ভ্যাকসিন নিতে আমার প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এলাকায় কুকুরের ভয়ে সবাই চরম আতঙ্কে রয়েছে।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, “বিভিন্ন এলাকায় কুকুরের উপদ্রব চরম আকার ধারণ করেছে। ছোট শিশুদের নিয়ে অভিভাবকরা আতঙ্কে আছেন। আমি আহতদের দ্রুত সরকারি হাসপাতালে গিয়ে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম জানান, ২০২২ সালের পর কুকুরের ভ্যাকসিনেশনের বিষয়ে সরকারিভাবে কোনো নতুন বরাদ্দ বা নির্দেশনা আসেনি।

তবে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো: একরামুল হক জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন মজুদ রয়েছে। তিনি বলেন, “আহতদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি। তারা হাসপাতালে এলেই সরকারিভাবে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন জানান, বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। বেওয়ারিশ কুকুর নিয়ন্ত্রণের সরকারি বিধি অনুযায়ী দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সচেতন মহলের দাবি, পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকরী উদ্যোগ না নিলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

গিয়ে লাঞ্ছিত করতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, অভিযুক্তদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতেও বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছিল। তারা উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হোসনে মোবারকের ওপর হামলার ঘটনায়ও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। ওই ঘটনার প্রতিবাদে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার নেতৃত্বে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানববন্ধন করেছিলেন।

পৌর বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক ইমাম বলেন,আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে সরকারি নির্ধারিত ফি ছাড়াও অতিরিক্ত ২০০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে এ কারণে বিক্ষোভ তো লোকজন তাকে আটকে রাখে।

এদিকে মামলার বাদীর দাবি, হামলাকারীরা তাকে মারধর করার পাশাপাশি অপহরণের চেষ্টা, চুরি এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই তারেক নাহিয়ান বলেন, মামলার আসামিদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে শিক্ষা কর্মকর্তাকে মারধর সহ চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ নানা অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে। মামলাটি তদন্ত শুরু হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চালানো হবে।